১৫৭

তারিখ ..07 MAY 1997...
পৃষ্ঠা ..১.. কলাম ..৬.....

দৈনিক জনকণ্ঠ

কাল এইচএসসি পরীক্ষা ॥ চলতি বছর ৭ লাখ ২২ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

এইচএসসি পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রায় দেড় লাখ বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। দেশের পাঁচটি বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৭ লাখ ২২ হাজার ২১৫। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব কেন্দ্রে অতীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির রেকর্ড রয়েছে সেসব কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এদিকে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সরবরাহকৃত প্রবেশপত্রে বেশ কিছু ভুল থাকায় পরীক্ষার্থীরা হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। নাম, পিতার নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

কাল এইচএসসি

(প্রথম পাতার পর)

রোল নম্বরের ভুল সংশোধনের জন্য তারা বোর্ড অফিসে ভিড় জমাচ্ছে। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহম্মদ আবদুল লতিফ জানান; যাদের প্রবেশপত্রে ভুল আছে তারা আবেদন করে সংশ্লিষ্ট বোর্ড থেকে ভুল শুধরে নিতে পারবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পরীক্ষা শুরুর আগে তা করতে হবে।

জানা যায়, পাঁচ বোর্ডে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লাখ ২২ হাজার ২শ' ১৫ জন। '৯৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৮৫ হাজার ৮শ' ৭০। এছাড়া '৯৫ সালে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৮শ' ৪৩ জন ও '৯৪ সালে ৪ লাখ ৮ হাজার ৬শ' ২৫ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি— ২ লাখ ৩২ হাজার ১শ' ১৩ জন। সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বোর্ডে— ৫৩ হাজার ৭শ' ৯৫ জন। এছাড়া রাজশাহী বোর্ড থেকে ১ লাখ '৯১ হাজার ৪শ' ৬০ জন, কুমিল্লা বোর্ড থেকে ১ লাখ ১০ হাজার ৩শ' ৭৫ জন ও যশোর বোর্ড থেকে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪শ' ৭২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেবে।

এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ও সম্প্রতি এইচএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের প্রেক্ষিতে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ শুরু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে উপর্যুপরি নকলের রেকর্ড রয়েছে ও যেখানে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বেশি সেসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

পরীক্ষা সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহম্মদ আব্দুল লতিফ জানান, এ বছর সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সকলের প্রচেষ্টায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে আমরা সফল হব বলে আশা রাখি।

এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ৮মে থেকে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সরকারী-বেসরকারী কলেজের শিক্ষকগণ নিজ নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে প্রতি কলেজ থেকে পার্শ্ববর্তী অপর পরীক্ষা কেন্দ্রে অন্তত পাঁচজন করে শিক্ষক পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করবেন। অবশ্য যেখানে বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষার্থী বিনিময় ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেখানে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না।